CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM-V CC-12: Indian Political Thought-I
TOPIC– VI: Barani: Ideal Polity
বারানি –আদর্শ শাসনব্যবস্থা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

জিয়াউদ্দিন বারানি - আদর্শ শাসনব্যবস্থা:

চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি (1285-1359) ছিলেন মধ্যযুগের সুলতানি আমলে ইসলামীয় রাষ্ট্রদর্শনের বিশিষ্ট ভাষ্যকার। তার গভীর বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায় তার রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' এবং 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' গ্রন্থ দুটিতে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তুর্কী অভিজাতগোষ্ঠীভুক্ত। তাঁর পিতামহ ছিলেন দিল্লীর দাস বংশের সুলতান বলবনের প্রিয়পাত্র এবং পিতা ছিলেন জালালউদ্দিন খালজির পুত্রের ঘনিষ্ঠ। এইভাবে তার শৈশব দিল্লীর অভিজাতগোষ্ঠীর আবহে কাটায় তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে অভিজাতশ্রেণীর প্রতি সমর্থন স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। বারানি নিজেও ছিলেন তুঘলক সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলকের সভাসদ। কিন্তু সিংহাসন দখলের জন্য দলাদলি ও গোষ্ঠী রাজনীতিতে তার হিসেব ভুল হয়ে যায়। ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় তিনি সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন। পুনরায় নতুন সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় তিনি তাঁর গ্রন্থের নাম দেন 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'। বারানি তার 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে (1537) গিয়াসুদ্দিন বলবন থেকে ফিরোজ শাহ তুঘলক পর্যন্ত আটজন সুলতানের শাসনকালের বর্ণনা দিয়েছেন। সুলতানি যুগের রাষ্ট্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় জিয়াউদ্দিন বারানির আলোচনা থেকে। তিনি 1285 খ্রীষ্টাব্দে বুলন্দসরের কাছাকাছি বরন নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বারানি ছিলেন ঐতিহাসিক এবং তথ্যপঞ্জীকার (chronicler)। তিনি তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে কয়েকজন সুলতান ও অভিজাত আমলাদের কথোপকথনের বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে (ক) সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন-এর সঙ্গে তাঁর পুত্র মুহম্মদ ও নাসিরুদ্দিন বুর্ঘা খান-এর কথোপকথন; (খ) বুর্ঘা খান-এর সঙ্গে সুলতান কায়োকোবাদ-এর কথোপকথন; (গ) দিল্লীর কোতয়াল ফকরুদ্দিন - এর সঙ্গে তার ভ্রাতুস্পুত্র নিজামুদ্দিন-এর কথোপকথন; (ঘ) সুলতান জালালুদ্দিন খলজির সঙ্গে মালিক আমেদচাপের কথোপকথন; (ঙ) সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সঙ্গে মালিক আলা-উল-মুলক এবং কাজি মুগসুদ্দিন এর কথোপকথন; এবং (চ) সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘলক-এর সঙ্গে বারানির নিজের কথোপকথন।

তিনি ইতিহাসকে বোঝার জন্য এই তথ্যগুলিকে খুবই মূলবান বলে মনে করেছেন, কারণ এর মাধ্যমে ধর্ম, প্রশাসন ও রাজনীতি সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝা সহজ হয়। বারানির সঙ্গে প্রখ্যাত সুফী সন্ত শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়া (1236-1327) এবং প্রখ্যাত উর্দু কবি ও সাহিত্যিক আমির খুশরু (1253-1325)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি ও মুসলিম জীবনদর্শন সম্বন্ধে বারানি যেসব পর্যবেক্ষণ করে গেছেন তা খুবই মূল্যবান। বারানির চিন্তাধারা ছিল

ধর্মভিত্তিক। কিন্তু তার বিশ্লেষণ ছিল বাস্তবমুখী। তাঁর মুল চিন্তা ছিল সামাজিক স্থিতি প্রতিষ্ঠা করা। গোঁড়া সুন্নি মতাদর্শকে অনুসরণ করে তিনি সুলতানি আমলের রাষ্ট্রভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করতেন শাসক সবসময় আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ থেকেই রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন, এবং মিথ্যাচার এড়িয়ে চলবেন। তিনি চেয়েছিলেন শাসক যেন স্বাভাবিক জনজীবনের স্বার্থরক্ষা এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে প্রজাপালন করেন। শাসকের জন্য তার পরামর্শ ছিল প্রশাসনিক কাজে মিথ্যাচার, খামখেয়ালিপনা, প্রতারণা, আক্রোশপরায়ণতা ও অন্যায়ের প্রতি প্রশ্রয় দেখানো এই পাঁচটি ব্যাপার পরিহার করা।

তার অপর গ্রন্থ 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি'-কে বলা যায় প্রথম গ্রন্থটির সহায়ক গ্রন্থ যেখানে ইসলামে রাজতন্ত্রের অবস্থান, রাজতন্ত্রের প্রতি সুলতানদের ব্যবহার, শাসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের চরিত্র নির্ধারিত হয়ে যায় জন্মের সময় তার সামাজিক অবস্থানের মাধ্যমে। তার আশঙ্কা ছিল সমাজের ভুইফোরদের হাতে শাসন ক্ষমতা চলে গেলে চরম সামাজিক ক্ষতি হয়ে যাবে। সেজন্য তিনি বংশ পরম্পরাভিত্তিক কঠোর শ্রেণী কাঠামোকে সমর্থন জানিয়েছেন।

তার 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' গ্রন্থে তিনি একই কথা বলেন। 'জাহানদারি' শব্দটির অর্থ পার্থিব সুবিধা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শাসন করা। তার মতে সামাজিক বিপর্যয় থেকে সমাজকে রক্ষা করাই সুলতানের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সুলতানি ব্যবস্থার মুখ্য প্রয়োজনীয়তা সেখানেই। মুসলিম শাসকরা শক্তির জোরেই শাসন ক্ষমতায় বসেন এবং খলিফাদের থেকে সুলতানের এখানেই প্রভেদ। একটি বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মেছিল যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়কে শুধু শরীয়তি নির্দেশ পালন করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। এমন কি 'শরীয়ত'-কে রক্ষা করার জন্যও শরীয়ত-কে অতিক্রম করে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ ও কঠোর শাস্তিপ্রদানের প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাপারে তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে পূর্ণ সমর্থন জানান এই বলে যে, সামগ্রিকভাবে শাস্তিপ্রদান ক্ষমতার জ্বাজলামান কেন্দ্রীয় উৎসই হলেন সুলতান।

শরীয়ত-কে রক্ষা করা এবং ন্যায্যভাবে প্রয়োগ করা যেমন সুলতানের কর্তব্য, কিন্তু একইভাবে পাপাচারজনিত শাস্তির হাত থেকে অব্যাহতি (indulgences) প্রদান করাও তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্গত। তার আশঙ্কা ছিল সুলতানের হাতে চরম ক্ষমতা না থাকলে মুসলিমরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে, এবং সমাজে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করা না হলে হিন্দুদের বিদ্রোহ অসম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাশালী সুলতানই পারবেন অভিজাততন্ত্রকে নির্ভরযোগ্য আমলাতন্ত্রে পরিণত করতে। অন্যথায় কঠোর বংশপরাম্পরা নীতির ভিত্তিতে গঠিত অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রী শাসক সুশৃঙ্খলভাবে শাসন প্রক্রিয়া চালাতে পারবেন না।

'সুলতানতন্ত্র' Sultanate)ছিল এক ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা যার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। প্রথমত, কর ব্যবস্থা কৃষক সমাজের ওপর ধার্য মোট উৎপাদনের উত্তরে হিসেবে একটি মাত্র জমি কর (land tax)। দ্বিতীয়ত, এই জমি কর আদায়ের জন্য অভিজাতবর্গের মধ্য থেকে কর আদায়কারীদের নিযুক্ত করার এবং তাদের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে (Iqta)বদলি করার ব্যাপারে সুলতান নিজস্ব অধিকার ভোগ করতেন। তৃতীয়ত, সুলতানের হাতে বিচার করার অধিকার অর্থাৎ শরিয়ত অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের অধিকার যা ব্যবহার করে সুলতানের কুনজরে পড়া ব্যক্তিদের মনে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার করা হতো । মনে করা হতো এই অধিকার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রজার মনে শাসকের মহিমা বাড়বে। অবশ্য বারানি আরও যোগ করেছেন যে সুলতান আল্লাহর কাছে অনুগত থেকে বিলাসিতা বর্জন করে তার অধিকার গুলি প্রয়োগ করবেন।

জিয়াউদ্দিন বারানি ‘ফাতোয়া-জাহানদারি’ গ্রন্থে যে বক্তব্য উপস্থিত করেন তার স্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সুলতানি শাসনের শক্ত ভিত্তি স্থাপন করা। ইসলামি শাসনে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য একটা তত্ত্বগত বৈধতার প্রয়োজন। ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ নিজেরা স্বাধীনভাবেই শাসন করতেন। কিন্তু সাধারণত তরবারি ব্যবহার করে তারা সিংহাসনে বসতেন বলেই মুসলিম শাসনকে তাঁরা বৈধতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে খলিফার স্বীকৃতির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। বারানি এই বৈধতা লাভের প্রচেষ্টাকে তত্ত্বগত দিক দিয়ে সমর্থন করেন।

সপ্তম খ্রীষ্টাব্দের ইসলামীয় ঐতিহ্য দ্বাদশ-ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছিল। বারানি চেয়েছিলেন, যে মুসলিমগণ প্রকৃত ইসলামের ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন তাদের সুলতানের হাতে যথেষ্ট রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামীয় ভাবধারায় ফিরিয়ে আনতে। তিনি মনে করতেন সুলতানের চরম ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের, দুর্বিনীতদের, সংস্কারপন্থীদের প্রকৃত ইসলামের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাঁর মতে, সুলতান যদি রাজ্যশাসনে নিয়মনীতি রক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী না হন, এবং রাজকর্মচারী ও প্রজাদের শুধু ভীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অনুগত রাখার চেষ্টা করেন তাহলে অচিরেই তাঁর রাজকার্য অপশাসনে পরিণত হবে এবং সকলের বিক্ষোভের মুখে পড়বে। তার ফলে রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়বে।

সুলতানের জীবনযাত্রা যদি বিলাসবহুল, নীতিহীন ও হারেম-সর্ব্বস্ব হয় তাহলে তাকে বারানি মুসলমানের পক্ষে মৃত জন্তুর মাংস ভোজনের মতো গর্হিত কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিজেতা ও সৎ শাসকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বিজেতা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে জয়ী হয়ে নিজের ইচ্ছামতো পারিষদ যোগাড় করেন এবং তার পার্ষদগণ চাটুকারের ভূমিকা পালন করেন। বিজেতার চারপাশে জড়ো হয় দুবৃত্তের দল। কিন্তু সৎ শাসক সবসময় আল্লাহ-এর প্রতি অনুগত থাকেন, জ্ঞানী ও যোগ্য পরামর্শদাতাদের নিজের পার্ষদ হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রজাদের সুরক্ষা দেন ও তাদের হিত সাধনের জন্য চেষ্টা করেন।

বারানি বিশ্বাস করতেন, পার্থিব জগতে ভালো ও মন্দের সহাবস্থান আছে। এখানে মন্দকে চিরতরে দূর করা সম্ভব নয়, শুধু মন্দকে সাময়িকভাবে দমন করা যায়। সে কারণে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সৎ সুলতানের কর্তব্য হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রকৃত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, যোগ্য ও জ্ঞানীদের রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত করা। ধর্মপ্রাণ বারানি নিশ্চিত ছিলেন যে অবৈধ পরকালের বিচারে পরিত্রাণ পাবেন না। সুলতানি শাসন ও শরীয়তের কিছু কিছু বৈপরীত্য বারানির চোখে পড়েছিল। এমনকি, এয়োদশ-চতুর্দশ শতকের অনেক অভিজাত আমীর-ওমরাহদের চিন্তাতে এই বৈপরীত্য ধরা পড়ে। যেমন বলা যায় যে, সুলতানরা চাইতেন তাদের রাজ্যের মধ্যে যেন সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকে, এবং সেজন্য তাঁরা তাঁদের অভিজাত পারিষদদের কাজকর্মের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং ব্যক্তিগত সন্দেহের বশে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মাঝেমাঝেই বরখাস্ত কতেন অথবা চরম শাস্তি দিতেন।

স্বাভাবিকভাবেই সুলতানের শুভাকাঙ্খী ও পরামর্শদাতারা খুব একটা স্বস্তি ও বিশ্বাসের স্থায়ী পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারতেন না। ষড়যন্ত্র ও ছোটখাটো বিদ্রোহ দেখা দিত। অথচ সুলতানদের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দিত। বারানির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আমীর-ওমরাহদের নিজেদের মধ্যে আলোচনায় অনেক সময়ই এক ধরণের হতাশা ও অসহায়তার সুর শোনা যেত। তাদের কাছে সুলতানতন্ত্রে সার্বভৌমিকতা শব্দটি শূণ্যগর্ভ বলে মনে হতো। গিয়াউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খালজি অথবা মহম্মদ-বিন-তুঘলক নিশ্চয়ই সুলতানি শাসনে উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসাযোগ্য শাসক ছিলেন। কিন্তু এঁদের শাসনে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহারও দেখা গেছে যা অনেক সময় শরীয়ত-বিধির বিরুদ্ধে গেছে। সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সুলতানরা ব্যক্তিগত সুবিধা ও উচ্চাশার কারণে স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি।